দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 23 AUG 1996 ... পৃষ্ঠা ... ২৮ ... কলাম ... ২

শিক্ষাঙ্গণ

আর কত বন্ধ বন্ধ খেলা

আবারো বন্ধ হয়ে গেল ঢাকা মেডিকেল কলেজ। মাত্র ন'দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার তালা ঝুলল এ ক্যাম্পাসে। গত ১০ জুলাই কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিবদমান দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যকার সংঘর্ষের কারণে দু'বছর পর প্রথম কলেজটিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানটিও পন্ড হয়ে যায়। কলেজ বন্ধের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ ছাত্র রাজনীতি স্থগিত ঘোষণা করে চলতি ছাত্র সংসদের কার্যক্রমও বন্ধ করে দেন। ২৬ দিন এভাবে অচল অবস্থা চলার পর গত ৫ আগষ্ট কলেজ খুলে দেয়া হয়। মাঝে অবশ্য দায়িত্বে আসেন নতুন অধ্যক্ষ। কর্তৃপক্ষ ৫ আগষ্ট কলেজ খুলে দিলেও একটি ছাত্র সংগঠনের ৬ দফা দাবীর কারণে চারদিন ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। অবশেষে ১১ আগষ্ট কলেজ তার প্রাণ ফিরে পায়, ক্লাস শুরু হয়ে যায় পুরোদমে। কিন্তু তিনদিন যেতে না যেতেই আবারও থমকে দাঁড়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ। বোমা, গুলী আর ছাত্রদের আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে উঠে এখানকার আকাশ-বাতাস। বাধ্য হয়েই আবারো কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের এ ৫০ বৎসরের ইতিহাসে এমন ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটেনি। ১০ জুলাই-এর ঘটনার পর কলেজ যে ২৬ দিন বন্ধ ছিল তাও বিগত সাত বৎসরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৯৯৪ সালের শেষদিকে সিট দখলকে কেন্দ্র করে একবার কলেজ ২৩ দিন বন্ধ ছিল। আবারও এই সিট নিয়েই বিপত্তি দেখা দিল। উত্তপ্ত হলো ছাত্রাবাস। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল বিবদমান ছাত্র সংগঠন দু'টি। ফলশ্রুতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে ঝরে গেল বেশ ক'টি মূল্যবান দিন।

সামনের সেপ্টেম্বরেই প্রথম ও দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা হবার কথা। এ মুহূর্তে কলেজ বন্ধ হওয়ায় তাও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবারে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্যও দেননি। বিগত দিনে দেখা গেছে কলেজ বন্ধ হলেও পরীক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হতো। এবার তারও ব্যতিক্রম ঘটল। অবশ্য যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ব্যতিক্রম ঘটাটাই স্বাভাবিক। ফলে যাদের ঢাকায় থাকবার কোন বন্দোবস্ত নেই তাদের এক বিরাট দীর্ঘশ্বাসকে বুকে চেপেই ঢাকা পাড়ি দিতে হয়েছে। তারা জানেও না কোন অমানিশার অন্ধকারে তারা আজ সাফল্যকে হাতড়ে ফিরছে। প্রথম পেশাগত পরীক্ষা গত মে মাসেই হবার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অনিচ্ছার কারণে তা সেপ্টেম্বরে স্থানান্তরিত হয়। আজ তাও বিপন্ন হবার পথে। আগামী জানুয়ারীতে চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষা। কলেজ যদি বিগত রেকর্ডকে ভঙ্গ করে বন্ধ থাকে তবে এ পরীক্ষাতেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে অনেকে শংকা প্রকাশ করেছেন। ফলে পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষাজীবন। আমরা কি ব্যাপারগুলো একটিবারের জন্যও ভেবে দেখেছি। হয়ত ভেবেছি, আমল দেইনি। আমাদের সবার চোখে রঙিন চশমা। তাই সবকিছু স্বপ্নিল মনে হয়। আমরা যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে চোখ ফেরাই তবেই বুঝতে পারব আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে আমরা কতটা অপারগ। যদি ১৮ বৎসর বয়সে ওখানে কেউ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় তবে সে ডাক্তার হয়ে বের হচ্ছে ২৩ বা ২৪ বৎসরে। আর আমাদের এখানে? ২৬শেও ফুরোতে চায় না শিক্ষাজীবন। অনেকে তাই সন্তানদের অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেবার চেয়ে ঠেলে দিচ্ছেন ভারতে। আমাদের মেধা কাজে লাগছে অন্যের উন্নয়নে। এর জন্য ঐসব বাবা-মাকে দায়ী করা যাবে না। এর জন্য দায়ী আমরাই। আমরা ইচ্ছে করলেই এ অচলায়তন ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারি। যে রাজনীতি ভালবাসার কথা শেখায় না, সে রাজনীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি। এর জন্য দরকার শুধু সদিচ্ছা।

বর্তমানে শুধু এমবিবিএস পাস করলেই হয় না, পোষ্ট গ্রাজুয়েশানও করতে হয়। এভাবে কারণে-অকারণে পেছাতে থাকলে এক সময় এমন এক অবস্থানে এসে দাঁড়াবে যখন আর সামনে আগাবার কোন পথই থাকবে না। ওখানেই বসে পড়তে হবে। এটা নিশ্চয় আমরা কেউই চাই না। আমাদের তো মেধার কোন ঘাটতি নেই, তাহলে অহেতুক কেন এ অধঃপতন। আমরা কি কখনও কলেজের উন্নতির জন্য হাতে হাত রেখেছি, লাইব্রেরীতে বই-এর স্বল্পতার জন্য আন্দোলন করেছি?

কলেজ বন্ধ থাকায় মূল ক্ষতিটা হলো কার? ঐ রাজনীতি করা ছাত্রটির, নাকি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর। উভয়েরই হয়েছে। চোখের রঙিন চশমা খুলে খালি চোখে দেখুন, তবেই বুঝতে পারবেন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এ অহেতুক বন্ধের কারণে জীবন থেকে নিঃশেষ হয়ে গেল কতগুলি উজ্জ্বল সময়। অথচ এ সময়গুলোই হতে পারত জীবন চলার পাথেয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো এমন জটিল একটা বিষয় গলধঃকরণ করতে কি পরিমাণ খাটুনিই না খাটতে হয়। এমবিবিএস কোর্স পাঁচ বৎসরে শেষ হবার কথা থাকলেও তা শেষ হতে সময় লাগে ছ থেকে সাত বৎসর। আর মাঝে যদি এমন বিপত্তি দেখা দেয় তবে অবস্থা যে কতটা করুণ হয় তা সহজেই অনুমেয়। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও থেমে থাকেনি রাজনৈতিক তৎপরতা। এ সূত্র ধরেই ১৪ আগষ্টের ঘটনাটি দানা বাঁধে। এর জন্য যে-ই দায়ী হোক না কেন, মূল ক্ষতি কিন্তু তাদের নিজেদেরই হলো, মেডিকেল কলেজটির সুনামে কালিমার আঁচড় পড়ল।

শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ নয় বন্ধ হয়েছে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শুরু হয়েছে সন্ত্রাসের তান্ডবলীলা। আশংকা দেখা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও কি বন্ধ হয়ে যাবে? কতদিন চলবে এই বন্ধ বন্ধ খেলা?

❑ রিপন বেগ

সন্ত্রাসের কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়েছে। কলেজের সামনে বসেছে পুলিশ। শিক্ষার্থীরা ছেড়ে যাচ্ছে কলেজ ক্যাম্পাস